সূচিপত্র

১.০	ভূমিকা	০১
২.০	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১
২.১	বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রণীত আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত	০১
২.২	উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সাফল্যচিত্র	০২
২.৩	তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ই-সেবা কার্যক্রম	০৪
৩.০	সমাজসেবা অধিদফতর	০৫
৩.১	সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	০৬
৩.২	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন	০৯
৩.৩	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১০
৩.৪	সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম	১৪
৩.৫	শিশু কিশোর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম	১৬
৩.৬	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম	১৯
৩.৭	সেবামূলক কার্যক্রম	২৪
৩.৮	প্রশিক্ষণ বিষয়ক	২৫
৩.৯	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্য চিত্র	২৭
৪.০	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন	৩৩
৪.১	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	৩৩
৪.২	অটিজম রিসোর্স সেন্টার	৩৪
৪.৩	কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল	৩৪
৪.৪	ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম	৩৪
৪.৫	অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল	৩৪
৪.৬	প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন	৩৫
৪.৭	ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস	৩৫
৪.৮.	'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫
৪.৯	জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	৩৬
৪.১০	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মান প্রকল্প	৩৬
৫.০	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ:	৩৭
৫.১.	স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুদান বিতরণ	৩৭
৫.২.	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণের জন্য 'সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ (মানব সম্পদ উন্নয়ন)	৩৭
৬.০	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	৩৮
৭.০	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর)	৩৯

১.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পটভূমি

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এদেশে মোহাজেরদের আগমন ঘটে। এতে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নানা সামাজিক সমস্যা। এসকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে স্থানান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়।

১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে সমাজকল্যাণ পরিষদ নতুন রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামে নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এ অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় ও এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভাগ হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম জাতিগঠনমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্যবিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, অনুচ্ছেদ ১৫- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, অনুচ্ছেদ- ১৭ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, অনুচ্ছেদ ১৮- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, অনুচ্ছেদ ১৯- সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ২৯ সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নেও এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা- ২০২১ এবং সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত 'হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা সুবিধাভোগিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' ও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' বাস্তবায়িত করা, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ, করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, 'শিশু আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন করা, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা'র জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ৫ বছরে সমাজকল্যাণের সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত ৫ বছরের (২০০৯ থেকে ২০১৩) সাফল্য চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য

২.১ বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রণীত আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত

২.১.১ নতুন প্রণীত আইন

০১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০২. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০৩. জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নে ও শিশু সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য 'শিশু আইন ১৯৭৪' রহিত করে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০৪. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ প্রণয়ন;

০৫. সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১' যুগোপযোগীকরণ চলমান;

২.১.২ নীতি ও বিধিমালা

০১. জাতীয় প্রবীন নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন;

০২. সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩' প্রণয়ন;

২.১.৩ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা

০১. অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে 'প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯' প্রণয়ন;

০২. এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন;

০৩. পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৪. বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৫. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৬. এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন।

২.২ উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সাফল্যচিত্র

০১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে;

০২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে। Innovation Team এর কার্যক্রম চলমান;

০৩. মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রতি বছর ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপনের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। সে মোতাবেক প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হচ্ছে ;

০৪. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে অধিদফতরে রূপান্তর করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

০৫. সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা ভবন ৭ তলা হতে সম্প্রসারণ করে ১০ তলায় উন্নীত করা হয়েছে। সমাজসেবা ভবন সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে;

০৬. সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম গতিশীল করার নিমিত্ত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে নবসৃষ্ট ৪২ জেলার মধ্যে ১৪ জেলায় সমাজসেবা অধিদফতরের জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আরো ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হবে;

০৭. সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কর্মসূচি বহুল প্রচারের জন্য 'কাছের মানুষ' শীর্ষক ডকুমেন্টারী প্রকাশ করা হয়েছে। যা জেলা উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

০৮. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কর্মকান্ডের বহুল প্রচার ও জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত ৩৩টি জেলায় বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;

০৯. তাছাড়া সকল কর্মকাণ্ড'র অগ্রগতি বহুল প্রচার ও জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত্ব সমাজসেবা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে সচিত্র তথ্যসহ 'সমাজ উন্নয়নে দীপ্ত প্রত্যয়' শীর্ষক ব্রুশিয়র প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া কার্যক্রমের ওপর লিফলেট, পোষ্টার ও সুভ্যনিয়র এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে নিয়মিত ব্রুশিয়র প্রকাশ করা হয়ে থাকে;

১০. সকল কর্মকাণ্ড'র অগ্রগতির সচিত্র তথ্যসহ ২০১৪ সালের ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করা হয়েছে;

১১. সমাজসেবা অধিদফতরের ১৪টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকল্পের জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে;

১২. দরিদ্ররোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;

১৩. সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) নতুনভাবে প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৩ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ই-সেবা কার্যক্রম

০১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তরের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে;

০২. ICT কার্যক্রমের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে;

০৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরে নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে;

০৪. নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থায় অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নম্বর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

০৫. এ টু আই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম চলমান;

০৬. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরে নিজস্ব ICT ল্যাব স্থাপন করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

০৭. প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় Database Software তৈরির কাজ চলমান;

০৮. সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুস্থ শিশুদের Database Software প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান;

০৯. স্কার প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত Management Information System চলমান রয়েছে;

১০. Data সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটাবেইজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে;

১১. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল কার্যক্রমের উপর কর্মকর্তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে সমাজসেবা ব্লগ চালু করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিগত ৫ বছরের সাফল্যচিত্র বর্ণনা করা হলো।

৩.০ সমাজসেবা অধিদফতর

৩.১. সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

৩.১.০১ বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

- ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২০০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০০.০০ কোটি টাকা যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৮০.১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বর্তমানে বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- বয়স্কভাতা কার্যক্রমটি বিআইডিএস কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে, মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কার্যক্রমটি অধিকতর কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

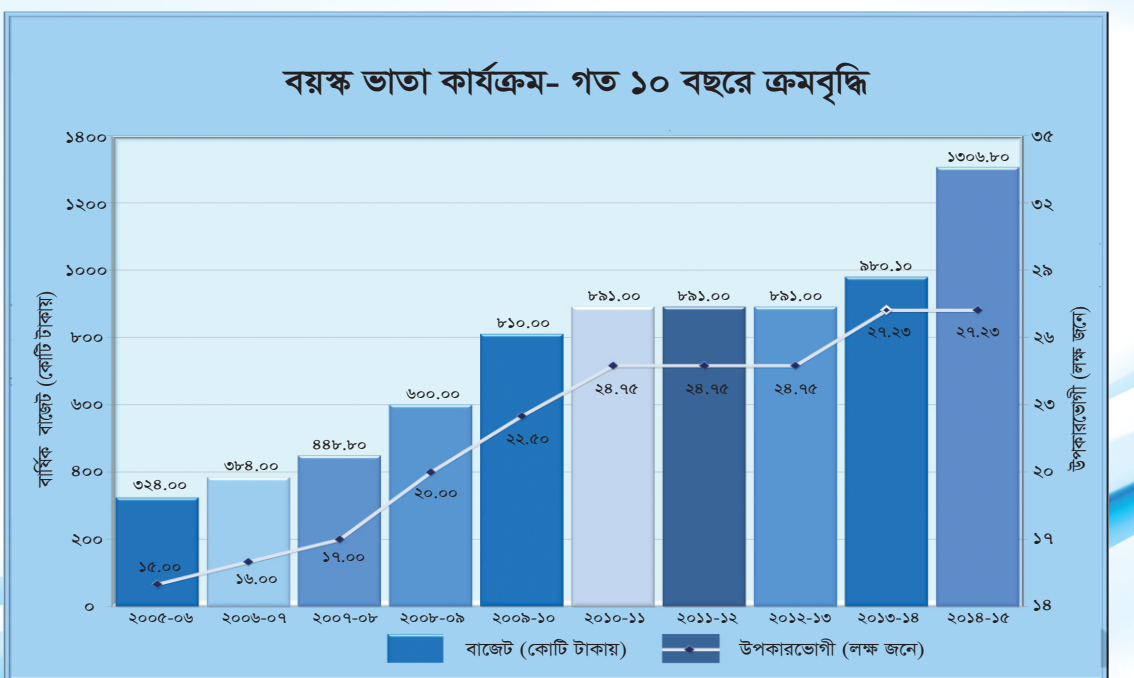

- বয়স্কভাতা কার্যক্রমটি বিগত পাঁচ বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে এ খাতে বার্ষিক বাজেট ৬৩% ও ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩৬.১২% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩.১.০২ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিধবাভাতাভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ১২ হাজারে এবং ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭০.০০ কোটি টাকা যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৩১.২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- নীতিমালা যুগোপযোগী করে, কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কার্যক্রমটি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।

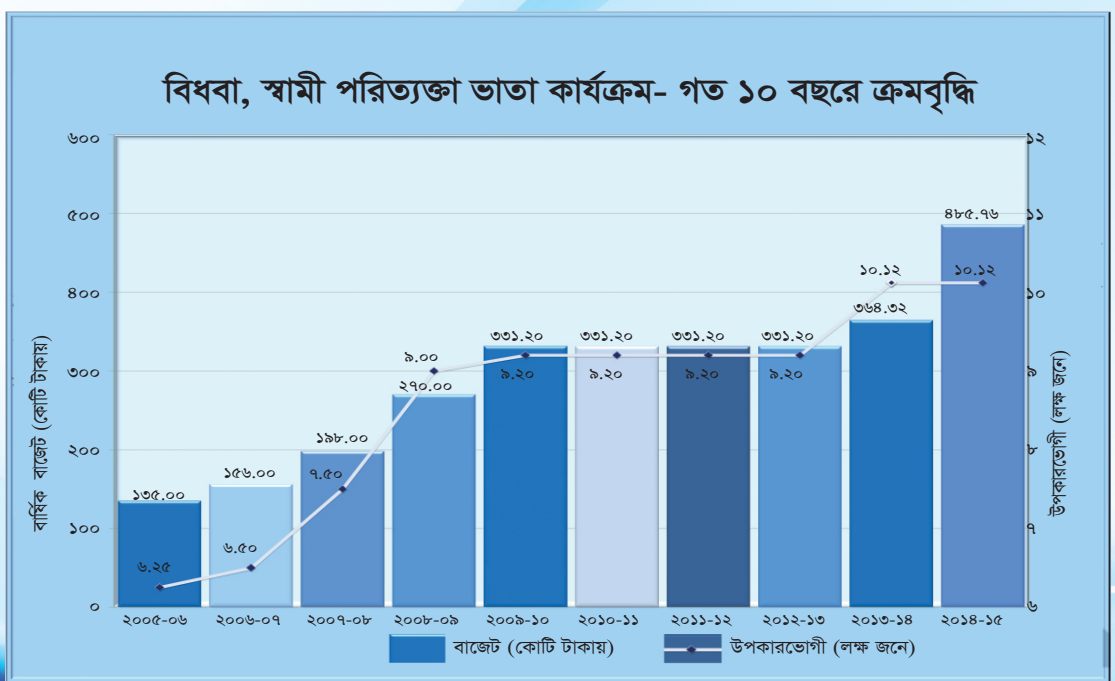

- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ৩৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩.১.০৩. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- এ খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৬০.০০ কোটি টাকা হতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৩২.১৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- নীতিমালা যুগোপযোগী করে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
- মাসিক ভাতার পরিমান ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করে কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে।
- ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ১২০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

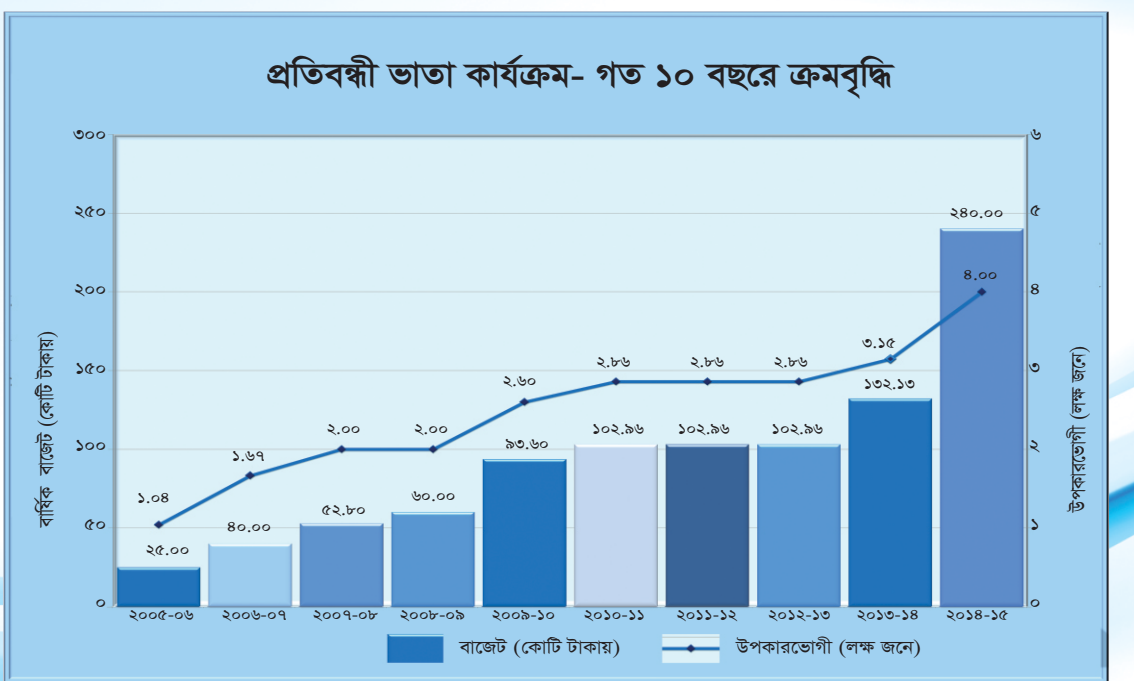

৩.১.০৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ২০১৮-০৯ অর্থবছরে ১৩ হাজার থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২০,৪৮২ জনে উন্নীত করা হয়েছে।
- উপবৃত্তির হার: প্রাথমিক স্তর-৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর-৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০ টাকাও উচ্চতর স্তর-১০০০ টাকা।
- এ খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৬.০০ কোটি টাকা হতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।
- কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- বিগত চার বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ৬২% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

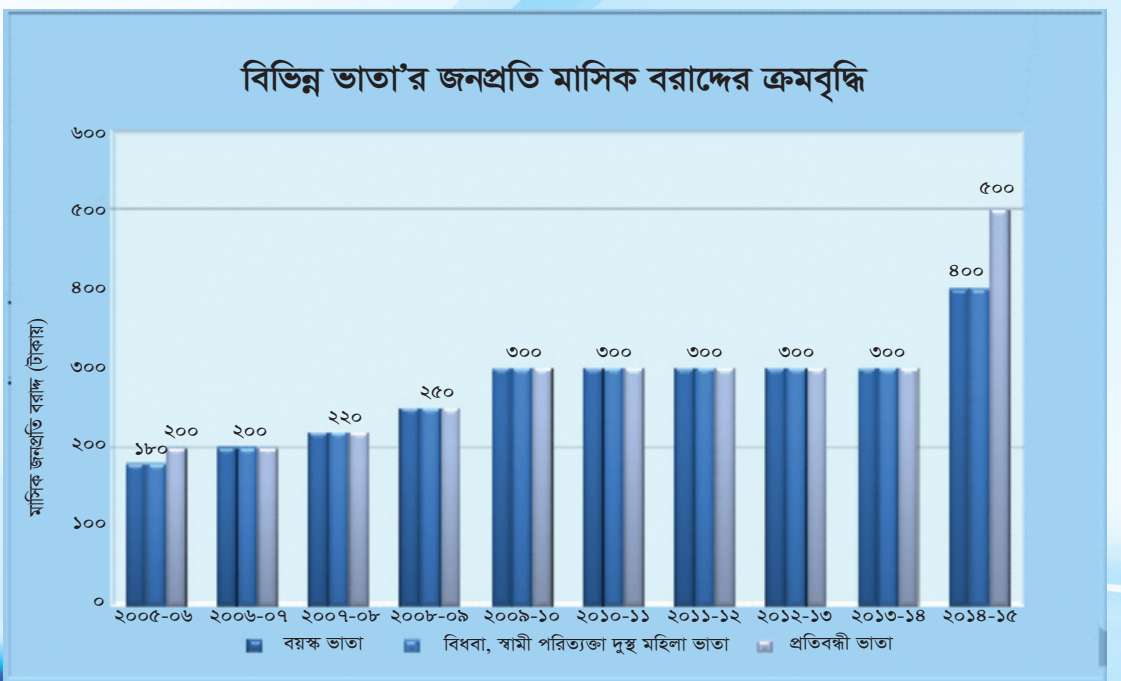

৩.২.০.প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন

৩.২.০৫.হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

- হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া ও সিলেটে এ কর্মসূচি চালু করা হয়।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ১৩৫ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে।
- নিজিদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষনীয়।
- বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত এ কর্মসূচি হিজড়াদের জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার পথে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং হিজড়াদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

৩.২.০৬. বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

- বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ এ কর্মসূচি প্রথম শুরু করা হয় ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ৮৭৫ জন বেদে, দলিত ও হরিজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব ২১০০ জন বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।
- এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে।
- নিজেদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষণীয়।
- বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রামিত্মক এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত এ কর্মসূচি বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিদের জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- এ কর্মসূচির মাধ্যমে বেদে, দলিত ও হরিজনদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।